

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭

ফোন নং: (০৩৩) ২২৪১-২০৬০

বার্তা সম্পাদক

-----|

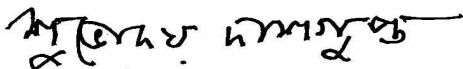
নীচের এই বিবৃতিটি আপনাদের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

প্রেস বিবৃতি

২১-০৭-২০২৩

সম্প্রতি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী উপাচার্য পদে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার পর এবার পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য পদে নিয়োগ করলেন একজন প্রাক্তন আই.পি.এস. অফিসারকে। পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ধারাবাহিক স্বৈরাচারী পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বিহীন একের পর এক ভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে এ রাজ্যে উচ্চশিক্ষার সমূহ সর্বনাশ ঘটানো হচ্ছে। সমিতি উপাচার্য (স্থায়ী/ অস্থায়ী) নিয়োগের প্রথমে ইউ.জি.সি. নির্ধারিত যোগ্যতামান লঙ্ঘনের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যে শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যপালের সংঘাতে উচ্চশিক্ষা জগতে এক চরম নৈরাজ্য ও অচলাবস্থা চলছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে আসীন করার লক্ষ্যে অবিচল থাকা, সার্চ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত সদস্যের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত সদস্যের অন্তর্ভুক্তি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে সমূহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সমিতি মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদে থাকার উচিত। আমাদের দাবি, উপাচার্য পদে ইউ.জি.সি. যোগ্যতামান না থাকলে কাউকে স্থায়ী/ অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা চলবে না। সমাজের সর্ব অংশের চিন্তাশীল নাগরিকের কাছে অধ্যাপক সমিতির আবেদন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুপারিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করার যে অপচেষ্টা চলেছে তার বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

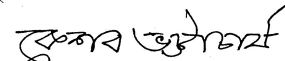
ধন্যবাদ সহ,



(শুভোদয় দাশগুপ্ত)

সভাপতি

মোবাইল নং ৯৮৩১২০১৮৫২



(কেশব ভট্টাচার্য)

সাধারণ সম্পাদক

মোবাইল নং ৯৮৩০০২১৭৯৪